|  |
| --- |
| **জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়** |

**১.০ ভূমিকা**

**১.১ দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের গুরুত্ব:** জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় দক্ষ, কর্তব্যনিষ্ঠ, দেশপ্রেমী ও জনসেবায় নিবেদিত মানবসম্পদ তৈরি এবং মানব সম্পদের দক্ষ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে গতিশীল ও যুগোপযোগী জনসেবা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ও নির্ভরযোগ্য ভূমিকা পালন করছে।

**1.2 Allocation of business অনুযায়ী নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত মন্ত্রণালয়ের ম্যান্ডেট:** জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় বহুমাত্রিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে সরকারি কর্মে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি ও পেশাগত উন্নয়ন, সমাজ থেকে নারীর প্রতি নিষ্ঠুরতা, ইভটিজিং, বাল্যবিবাহ ও নারীবান্ধব টেকসই কর্মপরিবেশ সৃজনে প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছে।

**২.০ মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট নারী উন্নয়ন বিষয়ক আইন, নীতিমালা ও জাতীয় পরিকল্পনা দলিলের দিক-নির্দেশনা**

মেয়েদের উত্যক্ত করা ও যৌন হয়রানী প্রতিরোধে মোবাইল কোর্ট আইন ২০০৯ এর তফসিলে দন্ডবিধির ৫০৯ নং ধারা সংযুক্ত করার মাধ্যমে জনপ্রশাসনে নিয়োজিত নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের মোবাইল কোর্ট পরিচলনায় ক্ষমতায়ন করা হয়েছে। জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ অনুযায়ী জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে যথাক্রমে জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারদের নেতৃত্বে নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটি, নারীর প্রশাসনিক ক্ষমতায়নে প্রশাসনিক কাঠামোর উচ্চ পর্যায়ে নারীর প্রবেশ সহজ করার লক্ষ্যে চুক্তি ভিত্তিক ও পার্শ্ব প্রবেশের ব্যবস্থা রাখার নির্দেশনা আছে। তাছাড়া প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-৪১ এ ২০৩১ সাল পর্যন্ত স্বল্প হতে মধ্যমেয়াদে দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচিগুলোতে নারীদের অধিকতর অংশগ্রহণ, আনুষ্ঠানিক খাতের কর্মসংস্থানে নারী শ্রমশক্তির অংশ গ্রহণ বিস্তারকল্পে ব্যবস্থা গ্রহণের তাগিদ দেওয়া হয়েছে। অধিকন্তু ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা নারী শ্রেণির প্রয়োজনীয়তা চিহ্নিতকরণ, বিশ্লেষণ ও বিকেন্দ্রীভূত কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ ও বিশেষ তহবিল বরাদ্দের মাধ্যমে বিভিন্ন পরিষেবা নিশ্চিত করতে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ ও সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ করতে বলা হয়েছে।

**3.০ নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়ের প্রাসঙ্গিক কৌশলগত উদ্দেশ্য ও কার্যক্রমসমূহ**

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় উন্নয়ন ও প্রাতিষ্ঠানিক কৌশলগত পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে নারী উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা পালন করছে। সরকারের সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী পর্যায় হতে মাঠ প্রশাসন পর্যন্ত জনপ্রশাসনের সকল স্তরে নারী কর্মকর্তা পদায়ন নিশ্চিত করা হয়েছে। সকল প্রশিক্ষণে মহিলা কর্মচারী মনোনয়নের মাধ্যমে জেন্ডার ভারসাম্যকরণ তথা পেশাগত উৎকর্ষতা সাধনে কার্যক্রম চলমান আছে। চিকিৎসা সেবা, পরিবহন সেবাসহ অন্যান্য সরকারি সেবা গ্রহণে নারী কর্মচারীদের বিশেষ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে নারীবান্ধব কল্যাণ কর্মসূচির সম্প্রসারণ ঘটছে। অধিকন্তু তৃণমূল পর্যায়ে সরকারের দারিদ্র্য বিমোচনমূলক নানা ধরণের কর্মসূচি যথা-টি.আর., জি.আর., ভি.জি.এফ., ভি.জি.ডি. ইত্যাদি বাস্তবায়নে মাঠ প্রশাসন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এতে নারীর অর্থনৈতিক কর্মে প্রবেশ ঘটে ও নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া সরকারের সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি যেমন-বিধবাভাতা, বয়স্কভাতা এবং ছাত্রীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি কর্মসূচি বাস্তবায়নে মাঠ প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এসব কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে নারীর সার্বিক কল্যাণ ও পারিবারিক উন্নয়ন ঘটে।

**4.০ মন্ত্রণালয়ের অগ্রাধিকার ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহ এবং নারী উন্নয়নে এর প্রভাব**

জনপ্রশাসন তৃণমূল পর্যায়ে জনগণকে প্রত্যক্ষ সেবা প্রদানের পাশাপাশি আইন, বিধি, পলিসি, পদ্ধতি প্রণয়ন করে থাকে। তথাপি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সেবা নিশ্চিতকরণ, প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা বৃদ্ধি এবং প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার কার্যক্রমকে অগ্রাধিকার ব্যয়খাত/কর্মসূচি চিহ্নিত করেছে। এসব ব্যয় বাস্তবায়নের মাধ্যমে সুশাসন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে কর্মসুযোগবিহীন নারী জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের বৃহত্তর সুযোগ সম্প্রসারণ ও উৎপাদনশীলতায় অন্তর্ভুক্তি এগিয়ে যাবে। তাছাড়া বর্ণিত কর্মসূচিসমূহ কর্মে নারীর বর্ধিত অংশগ্রহণের পাশাপাশি সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের অভ্যন্তরীণ গতিশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নারী কর্মচারীদের নিয়ত পরিবর্তনশীল বৈশ্বিক পরিবেশে উপযোগী করে তুলবে।

**5.০ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহণ এবং মোট বাজেটে নারীর হিস্যা**

**5.১ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহণ: (কর্মরত নারী ও পুরুষের পরিসংখ্যান)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **মন্ত্রণালয় ও অধীন দপ্তর/সংস্থার নাম** | **১ম থেকে ১০তম গ্রেড** | | **১১তম থেকে ২০তম গ্রেড** | | **মোট** | |
| **পুরুষ** | **নারী** | **পুরুষ** | **নারী** | **পুরুষ** | **নারী** |
| জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়  (সচিবালয়) | ১৯০ | ৭০ | ১৭১ | ৫৮ | ৩৬১ | ১২৮ |
| সরকারি যানবাহন অধিদপ্তর | ০৯ | ০১ | ১৪৩২ | ১৪ | ১৪৪১ | ১৫ |
| মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তর | ৩৩ | ৪ | ১৩০৮ | ২১৩ | ১৩৪১ | ২১৭ |
| সরকারি কর্মচারী হাসপাতাল | ৫৯ | ৩৬ | ৩৩ | ১১ | ৯২ | ৪৭ |
| বিপিএটিসি | ৯০ | ২০ | ২৮১ | ৫৭ | ৩৭১ | ৭৭ |
| বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড | ৪৯ | ১০ | ২৫৪ | ৪৯ | ৩০৩ | ৫৯ |
| বিসিএস প্রশাসন একাডেমি | ১৫ | ১০ | ৬২ | ৫ | ৭৭ | ১৫ |
| বিয়াম ফাউন্ডেশন | ২৩ | ৬ | ১১১ | ১০ | ১৩৪ | ১৬ |
| মাঠ প্রশাসন  (বিভাগীয় কমিশনার/জেলা প্রশাসক/ইউএনও এর কার্যালয়) | ১৯৪৫ | ৯২০ | ২৫১০০ | ৩৩০১ | ২৭০৪৫ | ৪২২১ |
| মোট | ২৪১৩ | ১০৭৭ | ২৮৭৫২ | ৩৭১৮ | ৩১১৬৫ | ৪৭৯৫ |

**5.২ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমে উপকারভোগী নারী ও পুরুষের পরিসংখ্যান**

| **মন্ত্রণালয়ের নাম** | **কার্যক্রম** | **উপকারভোগী নারী ও পুরুষের পরিসংখ্যান** |
| --- | --- | --- |
| জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় | নিয়োগ | প্রজাতন্ত্রের চাকরিতে নারীদের অংশগ্রহণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে প্রকাশিত STATISTICS OF CIVIL OFFICERS AND STAFFS, 2020 অনুযায়ী ২০১০ সালে সমগ্র জনপ্রশাসনে কর্মরত কর্মচারীদের ২৩% ছিল নারী, যা বর্তমানে ২৮% এ উন্নীত হয়েছে। |
| বৈদেশিক প্রশিক্ষণ | জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (বিপিএটিসি), বিসিএস প্রশাসন একাডেমি এবং বিয়াম ফাউন্ডেশনে আয়োজিত বৈদেশিক বিভিন্ন প্রশিক্ষণে নারী কর্মচারীদের অংশগ্রহণের হার ২০%। তবে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক দেশে ও বিদেশে আয়োজিত প্রশিক্ষণসমূহে মনোনীত বিসিএস ক্যাডার কর্মচারীদের মধ্যে ২৬.৫৭% নারী। |
| ইভটিজিং ও খাদ্যে ভেজাল প্রতিরোধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা | ইভটিজিং ও ভেজাল প্রতিরোধসহ অন্যান্য অপরাধমূলক কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে গণসচেতনতা গড়ে তুলতে সারাদেশে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার কাজ অব্যাহত রয়েছে এবং প্রতিবছর ন্যূনতম ৩৬,০৬০টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হচ্ছে। এর ফলে সমাজে এ ধরনের অপরাধ কমে আসছে এবং সমাজে নারীর নিরাপত্তা পরিস্থিতি জোরদার হচ্ছে। ইভটিজিং প্রতিরোধে পরিচালিত মোবাইল কোর্টের উপকারভোগী ১০০% নারী এবং ভেজাল প্রতিরোধে পরিচালিত মোবাইল কোর্টের উপকারভোগী নারী ও পুরুষের অনুপাত ৫০:৫০। |
| চিকিৎসা সেবা | জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ব্যবস্থাপনায় ঢাকা শহরের ফুলবাড়িয়াতে অবস্থিত ১৫০ শয্যা বিশিষ্ট নতুন আধুনিক হাসপাতালে সরকারি কর্মচারী ও তাদের পরিবারের সদস্যগণ অতি অল্প খরচে স্বাস্থ্য সেবা লাভ করছে। জনপ্রশাসনের একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী কর্মকর্তা ও কর্মচারী স্বল্প মূল্যে এ বিশেষায়িত হাসপাতাল হতে দ্রুত চিকিৎসা সেবা পাচ্ছে। প্রতিবছর ২.৫০ লক্ষ সেবাগ্রহীতা হাসপাতালের বর্হিবিভাগে ও ৪ হাজার সেবাগ্রহীতা অন্তঃবিভাগে চিকিৎসা নিচ্ছে, যার ন্যূনতম ৫০% নারী। |
| পরিবহন সেবা | ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় কর্মরত প্রতিবছর ৯,৬০০ জন সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীকে অফিসে যাতায়াতের জন্য বাসের টিকেট প্রদান করা হয়। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী কর্মচারীগণ এ সেবা পেয়ে আসছে। মোট আসনের শতকরা ২২ ভাগ নারী কর্মচারীরা ব্যবহার করেন। |
| সুদমুক্ত ঋণ সুবিধা | সরকারি কর্মকর্তাদের কাজের গতিশীলতা বৃদ্ধি ও সরকারি অর্থ সাশ্রয়ের জন্য প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের জন্য এ যাবত ৪০২৭ জন প্রাধিকারপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তাকে গাড়ি ক্রয়ের জন্য সুদমুক্ত অগ্রিম ঋণ প্রদান করা হয়েছে। প্রাধিকারপ্রাপ্ত নারী কর্মকর্তাগণও এ সুবিধা গ্রহণ করছেন। সুবিধাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের মধ্যে ৬২৬ জন নারী কর্মকর্তা রয়েছেন, যা মোট সুবিধাভোগীর ১৫.৫৪%। |
| কর্মরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ বা গুরুতর আহত হয়ে স্থায়ী পঙ্গুত্ববরণকারীদের জন্য এককালীন অনুদান | সরকারি কর্মচারী চাকরিরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে ৮.০০ লক্ষ টাকা এবং গুরুতর আহত হলে ৫.০০ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদানের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। সমহারে এ সুযোগ কর্মরত অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী একজন মহিলা কর্মচারীর পরিবারও পাচ্ছে। এ যাবত চাকরিরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ এবং গুরুতর আহত হয়ে স্থায়ী পঙ্গুত্ববরণকারীদের প্রাপ্ত আবেদন অনুযায়ী এককালীন অনুদানপ্রাপ্তদের মধ্যে নারী ও পুরুষের শতকরা হার যথাক্রমে ১৭.২৯% ও ৮২.৭১%। |

**5.৩ মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেটে নারীর হিস্যা:**

(কোটি টাকায়)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **বিবরণ** | **বাজেট 20২3-24** | | | **সংশোধিত 2022-২3** | | | **বাজেট 2022-২3** | | | **প্রকৃত 2021-22** | | |
| **বাজেট** | **নারীর হিস্যা** | | **সংশোধিত** | **নারীর হিস্যা** | | **বাজেট** | **নারীর হিস্যা** | | **প্রকৃত** | **নারীর হিস্যা** | |
| **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** |
| মোট বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| মন্ত্রণালয়ের বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| উন্নয়ন বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| পরিচালন বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

সূত্রঃ আর.সি.জি.পি. ডাটাবেইজ

**6.০ বিগত তিন বছরে নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়ের প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশক (KPI) সমূহের অর্জন**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **নির্দেশক** | **পরিমাপের একক** | **প্রকৃত অর্জন** | | | **মধ্যমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা** | | |
| **২০20-২1** | **২০২1-২2** | **২০২2-২3** | **২০২3-২4** | **২০২4-25** | **২০২5-২6** |
| জেন্ডার ভারসাম্যকরণ |  | | | | | | |
| 1. মাঠ প্রশাসনে বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের মহিলা কর্মচারীদের অংশগ্রহণের (পদায়নের) হার | % | ৩০ | ৩১ |  | ৩০ | ৩০ |  |
| 1. বিভিন্ন প্রশিক্ষণে মহিলা কর্মচারী মনোনয়নের হার | ৩০ | ২৫ |  | ৩০ | ৩০ |  |

**7.০ বিগত অর্থবছরে নারী উন্নয়নে সুপারিশকৃত কার্যাবলির অগ্রগতির চিত্র ও উল্লেখযোগ্য সাফল্যসমূহ**

**7.১ বিগত বছরে নারী উন্নয়নে সুপারিশকৃত কার্যাবলির অগ্রগতির চিত্র**

| **ক্রমিক নং** | **বিগত বছরের সুপারিশকৃত কার্যাবলি** | **অগ্রগতি** |
| --- | --- | --- |
| 1 | মাঠ প্রশাসনের বিভিন্ন পদে ৩০% বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের মহিলা কর্মচারীদের পদায়ন | ৩১.২৫% |
| 2 | বিভিন্ন প্রশিক্ষণে ২৫% মহিলা কর্মচারী মনোনয়ন | ২৪.৬৪% |

**7.২ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমে নারী উন্নয়নে বিগত তিন বছরের উল্লেখযোগ্য সাফল্য :** জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে সরকারের সকল দপ্তর/সংস্থায় কর্মকর্তাদের পদায়ন করে থাকে। এ মন্ত্রণালয়ের পদায়নকৃত সরকারের সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণী পদে কর্মরতদের মধ্যে ১১ মার্চ ২০২২ তারিখে ০৮ জন নারী কর্মকর্তা সচিব গ্রেড-১, ৪ জন, ৭৭ জন অতিরিক্ত সচিব এবং ১০৩ জন সরকারের যুগ্মসচিব ও ৩৭৬ জন উপসচিব হিসেবে কর্মরত আছেন। শিক্ষা ক্ষেত্রে নারীদের ক্রমবর্ধমান অগ্রযাত্রা ও সাফল্যের ধারাবাহিকতায় মাঠ প্রশাসনের সহকারী কমিশনার থেকে বিভাগীয় কমিশনার পর্যায়ের ২১২১ পদের মধ্যে ৬৬৩টি পদে নারী কর্মকর্তা পদায়িত আছে । মাঠ পর্যায়ে কর্মে নিয়োজিত নারী কর্মচারীগণ দেশের মোট জনসংখ্যার ৫০% নারীদের অধিক কার্যকরভাবে সেবা প্রদানে সক্ষম, যা নারীদের জীবনমানের উন্নয়নে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অবদান রাখছে।

**8.০ নারী উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে** চ্যালেঞ্জ**সমূহ**

জনপ্রশাসনে কর্মরত নারীদের জন্য কর্মস্থলে প্রয়োজনীয় স্যানিটেশন সুবিধা ও ডে-কেয়ার সেন্টারের অপর্যাপ্ততা রয়েছে। তাছাড়া সরকারি কর্মে নিয়োজিত যুগল কর্মচারীদের একই স্টেশনে পদায়ন একটি অন্যতম চ্যালেঞ্জ। সর্বোপরি নারী সহকর্মীর প্রতি বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের জন্য মনস্তাত্ত্বিক প্রশিক্ষণের অভাব নারী উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

**৯.০ ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ**

* নারীবান্ধব উন্নত কর্মপরিবেশ সৃষ্টিতে উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত সরকারি ভবনসমূহে পর্যাপ্ত পরিমাণ স্যানিটেশন সুবিধা, কর্মজীবী মায়েদের জন্য অফিস সংলগ্ন ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপন নিশ্চিতকরণ
* যে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী স্বামী-স্ত্রী হিসেবে সরকারি দপ্তরসমূহে কর্মরত আছেন তাদের যথাসম্ভব একই স্টেশনে পদায়নের নীতিমালার কার্যকর প্রয়োগ নিশ্চিতকরণ;
* রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকল্পে প্রতিটি সরকারি কার্যালয়ে যৌন হয়রানিমূলক কর্মকাণ্ড প্রতিরোধ কল্পে কমিটি গঠন ও নারী সহকর্মীর প্রতি বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের জন্য মনস্তাত্ত্বিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ ও প্রয়োজনীয় বাজেটের সংস্থানকরণ;
* নারী কর্মচারীদের মেধা সরবরাহ ব্যবস্থা উন্নয়নকল্পে প্রশিক্ষণ ও প্রতিষ্ঠানের মানোন্নয়ন ঘটানো।